প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভের বিষয়

জীবনানন্দের উপন্যাস ও মনঃসমীক্ষণবাদ

(Jibananander Upanyas O Manosamikshanbad)

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রদত্ত পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য
এক হাজার শব্দের প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের সারাৎসার

অনুরাধা মুখার্জী

Enrollment No. PU/PHD/BENG/2018/020 & Dated : 07/09/2018

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

কলকাতা

জীবনানন্দের উপন্যাস ও মনঃসমীক্ষণবাদ

(এক হাজার শব্দের সারাৎসার)

গবেষণাপত্রের বিষয়

বিশশতকের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। কোনো একটি নির্দিষ্ট ধারায় তাঁকে মূল্যায়ন করলে সীমাবদ্ধতা চলে আসে। কেননা, তিনি একাধারে কবি-উপন্যাসিক-ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক। প্রসঙ্গত, তিনি যে সময়ের মানুষ---সেই সময়টা ছিল এক অদ্ভুত সংকটময় সময়। তিনি যেমন একই সঙ্গে দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন---তার সঙ্গে তিনি সাক্ষী ছিলেন বিশ শতকের দাঙ্গা, মন্বন্তরেরও। একজন শিল্পী হিসাবে সেই সময়কালীন সংকট জীবনানন্দকে আবৃত করে রেখেছিল, যার প্রভাবে তৎকালীন বিশ্বদরবার এবং সেই দরবারের চর্চিত সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করে তোলে। সেই প্রভাবের বশে জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্য রচনা করলেও পাশ্চাত্যতত্ত্বের নানা বিচ্ছুরণ দেখা গেল তাঁর সাহিত্যরচনার ভিতর। কেবল সাহিত্যরচনাই নয়, বলা যায় সমসাময়িক পাশ্চাত্যতত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ায় তার সুস্পষ্ট প্রতিফলনের সার্থক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তাঁর রচনায়। যা কখনো ইমেজিজম হয়ে এসেছে আবার কখনো বা পরাবাস্তবতার নমুনা হিসাবে এবং পরবর্তীকালে তাঁর লেখা থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পাশ্চাত্যতত্ত্বের নির্যাস মেলে এবং তার নাম মনঃসমীক্ষণবাদ। জীবনানন্দের উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণবাদী চিন্তাধারা কতটা প্রকাশিত, তারই অনুসন্ধান করা হবে এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে মনঃসমীক্ষণবাদ অনেকটাই নবীন। তবে তার গোড়ার ইতিহাস সন্ধান করলে জানা যায়, ১৮৯৬ সালে মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) তাঁর এক গবেষণার কাজে সর্বপ্রথম ‘সাইকোঅ্যানালিসিস’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রয়েডের ‘Interpretation of Dreams’ গ্রন্থ থেকে শব্দবন্ধটি শিল্পতাত্ত্বিক দৃষ্টিগোচর হয়। ফ্রয়েড বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ করে তোলবার জন্য দুটি সাহিত্যচরিত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। সেগুলি হল, এক. গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিস রচিত বিখ্যাত ট্রাজেডি নাটক ‘Oedipus-Rex’-এর ‘Oedipus’ চরিত্রটি এবং অপরটি হল নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র রচিত ‘হ্যামলেট’ নাটকের ‘হ্যামলেট’ চরিত্রটি। এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য : ‘Oedipus becomes the model story in the psychoanalytic account of human development because it is a story of intergenerational conflict.’[১] এবার বিষয়টিকে আরো একটু গভীরে অনুধাবন করা যাক।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এই মনঃসমীক্ষণবাদ নামক তত্ত্বটি বোঝাতে মানুষের মনের দুটি ভাগ করেছেন, যথা একটি বিমূর্ত (অবাস্তব) অবস্থা ও অন্যটি মূর্ত (বাস্তব) অবস্থা। বিমূর্ত মনের তিনটি ভাগ, যথাক্রমে : ১. ‘Id’---যেটি করতে মন চায় (meeting basic needs), ২. ‘Ego’---সাধারণভাবে যা করা হয় (dealing with reality), ৩. ‘Superego’---যেটি ‘Id’কে প্রতিহত করে (adding morals)। অন্যদিকে মনের মূর্ত বা বাস্তব অবস্থার তিনটি ভাগ, যথাক্রমে, Conscious (চেতন), Unconscious (অচেতন), Subconscious (অবচেতন)। ফ্রয়েড বলছেন, যে ‘Ego’ মূলত মানুষের সচেতন (Conscious) স্তরে ক্রিয়াশীল এবং Id সক্রিয় থাকে মানুষের অবচেতন (unconscious) মানসিক স্তরে। এই দুই উপাদানসমূহ (বিমূর্ত এবং মূর্ত) একত্রিত হয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। এরপর তাঁর আলোচনায় যে বিষয়টি বারবার এসেছে তা হল স্বপ্ন (Dream)। এই বিষয়টিকে তিনি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রসঙ্গত এই স্বপ্নের অনুষঙ্গ জীবনানন্দের লেখায় বারবার এসেছে। ফ্রয়েড মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে লক্ষণগুলিকে মনঃসমীক্ষণবাদের

আলোকে বিচার করেছেন এক্ষেত্রে জীবনানন্দের উপন্যাসের চরিত্রগুলির ওপর নির্ভর করে সেগুলি আলোচিত হবে। গবেষণাটি ফ্রয়েডীয় চিন্তায় সীমাবদ্ধ নয় বরং আমরা নানা মনঃসমীক্ষণবাদী চিন্তাধারাকে গবেষণাকর্মে সংশ্লিষ্ট করব। সেই সকল বিশিষ্ট মনঃসমীক্ষণবাদী তাত্ত্বিকগণ হলেন, জাক লাঁকা (১৯০১-১৯৮১), হ্যারল্ড ব্লুম (১৯৩০-), কার্ল ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) প্রমুখেরা। এঁরা সকলেই প্রায় নিজ নিজ মনঃসমীক্ষণবাদী ধারণা উপস্থাপন করেছেন। ফ্রয়েডের পরবর্তীকালে তাঁর অন্যতম অনুগত ছাত্র কার্ল ইয়ুং ফ্রয়েডের থেকে সরে এসে নতুন তথ্য উত্থাপন করেন এবং সেখানে তিনি 'সাইকোঅ্যানালিসিস' থেকে নাম বদলে তাঁর তত্ত্বের নাম দেন 'বিশ্লেষণাত্মক মনঃসমীক্ষণবাদ' (Analytical Psychoanalysis)। যেখানে প্রসঙ্গত উঠে এসেছে 'প্রত্নপ্রতিমা' (Archetype), 'যৌথ নির্জ্জান' (Collective unconscious) নামক শব্দবন্ধ। বিষয়টিকে সংক্ষেপে বললে বোঝায়, আর্কিটাইপ হল একপ্রকার আদিম ও মৌলিক রূপ সেটি সাধারণত ব্যক্তির মনের মধ্যে সবসময় উপস্থিত থাকে না, আসলে তা ব্যক্তির মধ্যে থাকে 'কালেক্টিভ আন্‌কন্‌সাস' হিসাবে আর এই কালেক্টিভ আন্‌কন্‌সাস হল সেই ব্যক্তির পূর্বপুরুষের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের কাহিনি এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আবার লাঁকার কাছে লেখকের লক্ষণ হিসাবে সাহিত্য বিবেচিত, যা ফ্রয়েডের থেকে পৃথক আবার হ্যারল্ড ব্লুমের প্রভাবজনিত উদ্বেগ অন্যভাবে এসেছে জীবনানন্দের উপন্যাসগুলিতে। এমনই সমস্ত তত্ত্বের নিরিখে আলোচিত হবে জীবনানন্দের লেখনীসমূহ কতটা মনঃসমীক্ষণবাদী। জীবনানন্দ তাঁর সমসাময়িক রচনা এবং তাঁর নিজের উপন্যাসের ধরণপ্রকৃতি সম্পর্কে জানান : 'The tremendous pressure of our age driving each individual to move exclusively within his own or nearest orbit hardly permits the novelist (a man of one or other of the fixed social units) to appropriate a variety of specialized experience so that their sum total in his case may be exceedingly wide and great.'[২]

জীবনানন্দের উপন্যাসে কতটা মনঃসমীক্ষণবাদী তত্ত্বের লক্ষণ আছে তা খুঁজে বের করাই হল এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা জানি মানুষের অবচেতন মন সবচেয়ে ক্রিয়াশীল থাকে স্বপ্ন দেখার সময়ে। ফ্রয়েড বলছেন, 'Dreams are the royal road to the unconcious.'[৩] সেরকমই জীবনানন্দের উপন্যাসে আছে একাধিক স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনা, যে স্বপ্নে মনের অতৃপ্তি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মানুষের যে বাসনা বাস্তবে পরিপূর্ণতা পায় না তাই-ই পূর্ণতা পায় স্বপ্নে : '...তারপর আমার সচ্চরিত্র হৃদয়, আমার বিবেক, এটা যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, সারারাত রুক্মিনীর স্বপ্ন দেখি আমি, তারপর সকালবেলা অনেক দেরি করে জেগে উঠে দেখি বৌ ধোপার কাছ থেকে কাপড় বুঝে নিচ্ছে... , তখন অন্য একটি নারীকে এনে এই সুন্দর শান্তিকে নষ্ট করে ফেলতে ইচ্ছে করে না।'[৪] এছাড়াও 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮) উপন্যাসের 'নিশীথ' বা 'মাল্যবান' (১৯৭৩) উপন্যাসের 'মাল্যবান' চরিত্রের মধ্যে দিয়ে স্বপ্নকে চরিতার্থ করার চেষ্টা দেখা যায়। জীবনানন্দের দিনলিপিতেও ফ্রয়েডের এই 'Interpretation of Dreams' গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এরপর ফ্রয়েড উল্লেখিত অবদমিত যৌনচেতনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংকেত ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'মাল্যবান গায়ে তেল পায়ে তেল মাথায় তেল মেখে ভরা রোদে একটা বিচিত্র সরীসৃপের মতো চিকচিক করছিল, ছাদের রোদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধাঁধিয়ে উঠছিল উৎপলার চোখ;'[৫] 'ইডিপাস রেক্স' অর্থাৎ অবদমিত শৈশবকালীন যে যৌনবাসনার কথা জানা যায়, তার প্রভাবও জীবনানন্দের উপন্যাসে বর্তমান, : 'হারীত তাকিয়ে দেখল, কথা বলতে বলতে কেমন একটা আভা এসে পড়েছে যেন অর্চনামাসির মুখে... মুখ কপাল কেমন যেন গৌরীরাত্রে রক্তিক হয়ে আছে অর্চনামাসির—ছায়ার ভিতর রয়েছে অথচ, অদ্ভুত ভাল লাগল হারীতের...।'[৬] কিংবা অন্য একটি উপন্যাস 'মাল্যবান'-এও এই লক্ষণ বর্তমান, "মাল্যবানের সেই মৃত মা ও জীবিত উৎপলা---এই দুটি নারীকে একজনের মতন—তার ঘরের ভেতর খুঁজে পাবার জন্যে কেমন অদ্ভুত, বিশালাক্ষ অস্বস্তিতে সে চারিদিকে তাকাতে লাগল।'[৭] আবার পরবর্তীকালে ইয়ুং উল্লেখিত 'অ্যানিমা' ও 'অ্যানিমাস' এর বিষয়টিও জীবনানন্দের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে বলা যায় : 'Jung

described the animus as the unconscious masculine side of a woman and the anima as the unconscious feminine side of a man, with each transcending the personal psyche.'[৮] যেমন 'কল্যাণী' উপন্যাসের কল্যাণীর বোর্ডিংএর বন্ধু মিনু (অ্যানিমাস) বা 'মাল্যবান' উপন্যাসে মাল্যবান (অ্যানিমা) এবং উৎপলা (অ্যানিমাস) ।

জীবনানন্দ দাশ নিজেও মনঃস্তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কথায় : 'যুক্তির ওপর শুদ্ধ আস্থা থাকা দরকার। কিন্তু যুক্তির অজুহাতে বিজ্ঞানের বা মনোবিজ্ঞানের অজ্ঞাত জিনিসগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া চলেনা। মন ও নির্মন সম্বন্ধে আরো তথ্য জানা দরকার।'[৯] আমরা জানি জীবনানন্দ দাশ তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, যার সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যসৃজনে--- যা বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম করে তুলেছিল। বলা যায়, 'জীবন ও সভ্যতার আড়াআড়ি সম্পর্ক, চেতন অবচেতনের আকাশপাতাল, স্বপ্ন ও বাস্তবের রমণ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির আশমান-জমিন...।'[১০] এগুলি জীবনানন্দের লেখায় জুড়ে ছিল।

জীবনানন্দের সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্বে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তার বেশিরভাগটাই তাঁর কাব্যচর্চা-কেন্দ্রিক তবে কথাসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে একদম নতুন এমনটা নয়। তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে যে কাজগুলি হয়েছে সেগুলির বেশিরভাগটাই সামগ্রিক আলোচনা। এছাড়া তাঁর কেবল উপন্যাস নিয়ে যে কাজগুলি হয়েছে তার মধ্যে সমাজ, ব্যক্তিমন, উপন্যাসের শৈলী ইত্যাদি আলোচিত হলেও এখনো পর্যন্ত জীবনানন্দের উপন্যাস নিয়ে কাজ অনেকটাই সীমিত পরিসরে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে তাঁর উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণবাদী ভাবধারা কেবল কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, বাংলাভাষায় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রেও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে এই গবেষণা। প্রসঙ্গত তত্ত্বটি যেহেতু পাশ্চাত্যের তাই, ফ্রয়েড বা লাঁকা সবাই এই সাহিত্যতত্ত্বটিকে বোঝাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাই এক্ষেত্রে গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ হবার পর জীবনানন্দ দাশের অনালোচিত উপন্যাসগুলিও তত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচনায় জায়গা করে নিতে পারবে। পরিশেষে, গবেষণাটি প্রধানত ব্যাখ্যানমূলক। আন্তর্বিদ্যামূলক গবেষণারীতি অনুযায়ী গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হবে।

সূত্রনির্দেশ

১. Slade, Andrew, *Psychoanalytic theory and criticism*, Orient blackswan, Hyderabad, 2016, p. 63
২. দাশ,জীবনানন্দ, সমগ্র প্রবন্ধ, *The Bengali Novel Today*, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ ১৬২
৩. Freud, Sigmund. *Interpretation of Dreams*, Published by Maple press private limited, reprinted in 2018, p.24
৪. দাশ, জীবনানন্দ, উপন্যাস সমগ্র, *জীবনপ্রণালী,* কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ২০১৭, পৃ ২৫৩
৫. তদেব, *মাল্যবান,* পৃ ৫২১
৬. তদেব, *জলপাইহাটি,* পৃ ৪০১
৭. তদেব, *মাল্যবান,* পৃ. ৫০৮
৮. Fromm, Eric. *The Sane Society*, published by Routledge, 1st publication, 11th october, 2001, P. 88
৯. দাশ, জীবনানন্দ, সমগ্র প্রবন্ধ, *লেখার কথা,* ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪০৯

১০. ঘোষ, শঙ্খ (সম্পাদিত), *এই সময় ও জীবনানন্দ,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ২৮

গবেষণা প্রকল্পের সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন

প্রথম অধ্যায়

জীবনানন্দ দাশ ও সমসাময়িক দেশকাল ও সাহিত্য

সাহিত্যিকেরা সাহিত্যসৃজনে সমকালীন দেশ-কাল দ্বারা বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত হয়েছেন এবং সেইকারণেই সাহিত্য হয়ে উঠেছে সমাজের দর্পণ। জীবনানন্দ দাশ তার ব্যতিক্রম নন, তাঁর উপন্যাসে সময়ের পরিসীমা অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীপর্বে লেখা তাঁর উপন্যাসগুলি অনেকক্ষেত্রে সেই সময়ের গ্রামবাংলার দলিল। সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য আন্দোলন : মনঃসমীক্ষণবাদ এবং জীবনানন্দ

বিভিন্ন কালে,ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির আবেদনে আবির্ভূত সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যপাঠ-কে পাঠকের কাছে বিচিত্র করে তুলেছে যেমন, রোমান্টিসিজম কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আগত অস্তিবাদ, একইভাবে পরবর্তীকালে আগত পরাবাস্তববাদ এবং এই পরাবাস্তববাদের পথ ধরে চলে এসেছিল মনঃসমীক্ষণবাদী তত্ত্ব, জীবনানন্দ দাশ নিজেও ফ্রয়েড সম্পর্কে অবগত ছিলেন, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবনানন্দ পূর্ববর্তী বাঙালি ঔপন্যাসিক ও মনঃসমীক্ষণবাদ

জীবনানন্দ দাশের পূর্ববর্তী উপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তারাশংকরের চেয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মনঃসমীক্ষণবাদী হিসাবে বেশি এগিয়ে। জীবনানন্দ দাশের পূর্ববর্তী বাঙালি উপন্যাসিকদের উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণবাদ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জীবনানন্দের উপন্যাস ও মনঃসমীক্ষণবাদ

গবেষণার বিষয় হিসাবে জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণবাদ এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়, তবে এখানে মনঃসমীক্ষণবাদী হিসাবে কেবল ফ্রয়েড নন, তাঁর পরবর্তী সময়ে যাঁরা মনঃসমীক্ষণবাদ তত্ত্ব নিয়ে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তাঁদের আলোকে সাপেক্ষে জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলি দেখা হবে এবং সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনানন্দোত্তর বাংলা উপন্যাসে মনঃসমীক্ষণবাদ এবং জীবনানন্দ

জীবনানন্দ দাশই যে কেবল মনঃসমীক্ষণবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন এমনটা বলা যায় না, তাঁর উত্তরকালেও কয়েকজন উপন্যাসিক ছিলেন এবং যাঁদের লেখায় মনঃসমীক্ষণবাদী চরিত্রের উপস্থিতি আছে তাঁরা হলেন বনফুল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু প্রমুখ। সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মনঃসমীক্ষণবাদ তত্ত্বটি বরাবর পাশ্চাত্যের সাহিত্যের আধারে আলোচিত হয়ে এসেছে। গ্রিক ট্রাজেডির ‘ঈডিপাস-ইলেক্ট্রা’ হয়ে তার পরবর্তীকালে শেক্সপীয়রের ‘হ্যামলেট’-‘ম্যাকবেথ’-‘কিং লিয়র’ এবং তার পরবর্তীকালে এডগার অ্যালান পোর লেখা নিয়ে মনঃসমীক্ষণবাদ আলোচিত, সেক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণবাদ তত্ত্বটি

আলোচনা করার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলিও কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক সহায়ক গ্রন্থ

১. দাশ, জীবনানন্দ, সমগ্র উপন্যাস, প্রতিক্ষণ, কলকাতা

২. দাশ, জীবনানন্দ, *সমগ্র প্রবন্ধ,* ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮

৩. দাশ, জীবনানন্দ, *দিনলিপি, (১,২,৩ এবং ৪ খণ্ড),* উদ্ধার ও বিশ্লেষণ ভূমেন্দ্র গুহ, বইমেলা, জানুয়ারি, কলকাতা, ২০০৯

৪. দাশ, জীবনানন্দ, *কাব্যসমগ্র,* ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, ভারবি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০১৫

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস,* দে'জ, কলকাতা, ২০০৭

৬. পাল, রবিন, *উপন্যাস চিন্তা: পাঁচজন আধুনিক কবি,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩

৭. পাঠক, অতীন্দ্রিয়, *অনন্য জীবনানন্দ,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৭

৮. Freud, Sigmund, *A General Introduction to Psychoanalysis*, Wordsworth Editions ltd., London, 2012

৯. Freud, Sigmund, *Interpretation of Dreams*, Maple press private limited, reprinted in 2018

১০. Fromm, Eric, *The Sane Society*, Routledge, 1st publication, 11th october, 2001

১১. Mandal, Mohitosh, *Jacques Lacan : from Clinic to culture,* Orient Black swan, 2018

১২. Slade, Andrew, *Psychoanalytic theory and criticism*,Orient blackswan, First publication, Hyderabad,

গৌণ সহায়ক গ্রন্থ

১৬. ঘোষ, অমল, *সিগমুন্ড ফ্রয়েড,* রক্তকরবী, কলকাতা, ২০১৩

১৭. বসু, অম্বুজ, *একটি নক্ষত্র আসে,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১১

১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু, *মনঃসমীক্ষণগত সমালোচনা, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা,* নবেন্দু সেন সম্পাদিত,: রত্নাবলী পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২

১৯. ঘোষ, শঙ্খ (সম্পাদিত), *এই সময় ও জীবনানন্দ,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৩

২০. চক্রবর্তী, সুমিতা, *জীবনানন্দ: সমাজ ও সমকাল,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮

১৮. বসু, অমলেন্দু, *জীবনানন্দ,* বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৪

১৯. বসু, দেবকুমার, *জীবনানন্দ স্মৃতি,* করুণা, কলকাতা, ১৯৭১

২০. ভট্টাচার্য, স্বপ্না ও তপোধীর ভট্টাচার্য, *জীবনানন্দ ও পরাবাস্তববাদ,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৭

২১. মিত্র, প্রদ্যুম্ন, *জীবনানন্দের চেতনা জগৎ,* সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৩৯০

২২. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, *জীবনানন্দ-জিজ্ঞাসা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৮৫

২৩. *অমিত্রাক্ষর,* আমিনুর রহমান সুলতান (সম্পা.), ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-২০০৩, ঢাকা, বাংলাদেশ

২৪. *অর্কিড,* অলোক কুমার ঘোষ (সম্পা.), জীবনানন্দ ও নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মরণসংখ্যা, দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম-২য় (যুগ্ম) সংখ্যা, ১৪০৫, কলকাতা

২৫. *আত্মবিকাশ,* নীলরতন রায় (সম্পা.), ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (মার্চ '১৪-মে '১৪), ২০১৪, কলকাতা

২৬. গাঙ্গেয় পত্র, অঞ্জন সেন (সম্পা.), জীবনানন্দ সংখ্যা, সংকলন ১৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, কলকাতা

২৭. *চিত্ত,* মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, (ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত) সুহৃৎচন্দ্র মিত্র (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৮, কলকাতা

২৮. *চিত্রক,* পার্থপ্রিয় বসু (সম্পা.), জীবনানন্দ সংখ্যা, ৫ম বর্ষ, শীত ১৪০৫, ডিসেম্বর ১৯৯৮, কলকাতা

২৯. *জীবনানন্দ আকাদেমী পত্রিকা,* তাপস বসু (সম্পা.), দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৫, কলকাতা

৩০. *জীবনানন্দ আকাদেমী পত্রিকা,* তাপস বসু (সম্পা.), দ্বিতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৫, কলকাতা

৩১. *দিবারাত্রির কাব্য,* আফিক ফুয়াদ (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা

৩২. *ধ্রুবতারা,* অভিজিৎ দাশ (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জীবনানন্দ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৯, বরিশাল, বাংলাদেশ

৩৩. *বিভাব,* সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পা.) ও ভূমেন্দ্র গুহ (আমন্ত্রিত সম্পাদক), জন্মশতবর্ষ স্মরণসংখ্যা, ১৪০৫, কলকাতা

৩৪. *বৈদগ্ধ্য,* শেখর বসু রায় (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯, কলকাতা

৩৫. *নার্সিসাস,* সালাহউদ্দীন আইয়ুব (সম্পা.), ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৩, ঢাকা, বাংলাদেশ

৩৬. *পরিচয়,* অমিতাভ দাশগুপ্ত (সম্পা.), ৬৮ বর্ষ, ৭-৯ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৯৯/মাঘ-চৈত্র ১৪০৫, কলকাতা

৩৭. *পরিষদ সাহিত্যপত্র* (বারাসাত সংস্কৃতি পরিষদের মুখপত্র), শম্ভুনাথ ঘোষ, সমীর চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ঘোষ, সুব্রত বিশ্বাস, আদ্যানাথ বসু (সম্পা.), ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ '৯৯ সংখ্যা, বারাসাত, কলকাতা

৩৮. *প্রচ্ছায়া,* শৌনক বর্মণ (সম্পা.), ১৭ বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা, ১৯৯৮, কলকাতা

৩৯. *প্রতিবিম্ব*, প্রশান্ত মাজী (সম্পা.), ২য় বর্ষ, দ্বিতীয় পর্যায়, কলকাতা

৪০. *মনের কথা,* ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী (সম্পা.), ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, কলকাতা

৪১. *মানবমন,* ড. ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা.), ৪৯তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা,কলকাতা

৪২. *সাহিত্যবাণী*, আভাসচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), ২৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪০৫, কলকাতা

৪৩. *সৃজন,* লক্ষ্মণ কর্মকার (সম্পা.), ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, আসানসোল

৪৪. *স্বদেশ,* মাশুক আহমেদ (সম্পা.), ৯ম বর্ষ, জীবনানন্দ সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ় ১৪০৯, করিমগঞ্জ, আসাম

৪৫. *শিল্পীন্দ্র*, কমল মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), জীবনানন্দ সংখ্যা, শারদীয় ১৪০৫, কলকাতা

৪৬. Barthes, Roland, *The Pleasure of the Text*, translated by Richard Miller. Hill and Wang publication, New York, 1st American edition, 1975

৪৭. Barthes Rolland, *A Lover's Discourse*, Vintage Classics, 2012

৪৮. Elliot, Anthony, *Psychoanalytic Theory*, Red Globe Press, London, 2015

৪৯. Foucault, Michel, *The History of Sexuality (vol.1),* Vintage, UK, 1990

৫০. Freud Sigmund, *Civilization and its discontents*, Martino Fine Books, UK, 2016

৫১. Freud, Sigmund, *The Ego and the Id*, Martino publishing, Mansfield Centre, CT, London, 2010

৫২. Freud, Sigmund, *The Unconscious*, Penguin, UK, 2015

৫৩. Laplance, Jean, *Between Seduction and Inspiration*, The Unconscious in Translation, NY, 2015

৫৪. Shelburne, Walter Avery, *C.G. Jung's theory of the collective unconscious*, Andestie Press, London, 2015

৫৫. Brown, E. Carolyn, *Shakespeare and Psychoanalytic theory*, The Arden Shakespeare India, India, 2018